Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯



দৈনিক বর্তমান



ঢাবিতে ২৮৪১ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন



ঢাবিতে ২৮৪১ কোটি টাকার

The New Age

DU inaugurates dev projects

DU Correspondent

The Bangladesh Today

Major dev projects inaugurated at Dhaka University

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ মাঘ ১৪৩২

DU in Media

01 February 2026

জনকণ্ঠ

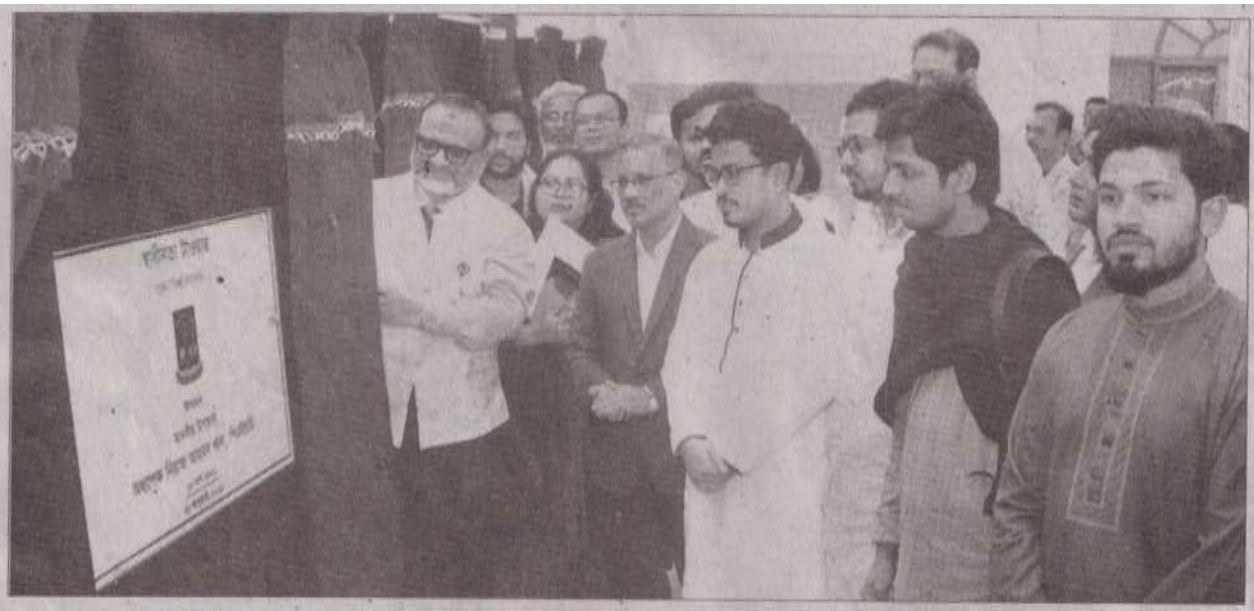


নয়া দিগন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২,৮৪১ কোটি টাকার
উন্নয়ন প্রকল্প
উদ্বোধন

ঢাবির নতুন প্রশাসন কী করেছে জানালেন ভিসি

প্রতিদিনের সংবাদ



# ঢাবির বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্বোধন

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২ হাজার ৮৪১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের আওতায় আধুনিক একাডেমিক ভবন, আবাসিক হল, আইটি হাব, প্রশাসনিক অবকাঠামো, খেলাধুলা ও পরিবেশ উন্নয়নমূলক স্থাপনা নির্মাণ করা হবে।

গতকাল শনিবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।

উদ্বোধনকৃত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছেড় আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ ও ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের জন্য ২১ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন নির্মাণ, তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের আবাসিক ভবন, ১৫ তলা আইটি হাব ভবন, ৯টি হল (৪টি ছাত্র ও ৫টি ছাত্রী হল), ৬টি একাডেমিক ভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদ, ডাকসু ভবন, মেডিকেল সেন্টার, প্রশাসনিক ভবন, খেলার মাঠ উন্নয়ন ও জিমনেসিয়াম নির্মাণ, জলাধার সংস্কার ও সৌন্দর্যবর্ধন, রোড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং পাবলিক টয়লেট নির্মাণ।অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শিক্ষার্থীবান্ধব ৪১টি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন সম্পর্কে সাংবাদিকদের ব্রিফিং দেন। তিনি বলেন, আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে বর্তমান প্রশাসন অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধায় কাজ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, সকল হলের প্রভোস্ট, ডাকসু ও হল সংসদের নেতৃবৃন্দ।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ জাবেদ আলম মৃধা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ।

বাংলা বাজার পত্রিকা

## ২ হাজার ৮শ' কোটির প্রকল্প

# ডাকসু সচলসহ ৪১ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম প্রশাসনের

শিক্ষা ডেস্ক

ঢাকিশের ৫ আগস্টের পর প্রশাসনিক অচলাবস্থা কাটিয়ে কার্যক্রমে গতি ফিরেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি)। দায়িত্ব গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উন্নয়ন, অবকাঠামো, শিক্ষার্থীকল্যাণ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনরুদ্ধারে একের পর এক উদ্যোগ নেয়। এর মধ্যে প্রায় ২ হাজার ৮০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, দীর্ঘদিন পর ডাকসু কার্যক্রম সচল করা, একাডেমিক শৃঙ্খলা ফেরানোসহ মোট ৪১টি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে প্রশাসন। গতকাল শনিবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সারাদেশ জুড়ে অভ্যুত্থান পূর্ব গণজাগরণের মাধ্যমে নবযাত্রা শুরু করে আমাদের বাংলাদেশ। আর এই গণঅভ্যুত্থানের সূচনাকেন্দ্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গণআন্দোলন-পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে একে একে পদত্যাগ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি, প্রো-ভিসি, প্রক্টরসহ বেশিরভাগ হলের প্রভোস্ট এবং প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম রীতিমতো স্থবির হয়ে পড়ে। এরকম অস্থির ও অস্বাভাবিক সময়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসন। এর প্রেক্ষিতে ভঙ্গুর ও স্থবির বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকা পুনরায় সচল করা ছিল নতুন প্রশাসনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসন দায়িত্ব নেয়ার এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে সকল বিভাগ ও ইন্সটিটিউটে ক্লাস চালু করতে সক্ষম হয়েছে।



ক্যাম্পাসে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা এবং আবাসিক হলগুলোকে সংস্কার করার যে চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে ছিল, সেসব তারা দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করেছে।

এর পাশাপাশি নতুন প্রশাসন দায়িত্ব নেয়ার পর প্রশাসনিক সংস্কার ও পরিবর্তন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। জনসংযোগ অফিস থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে বিভিন্ন কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য জানিয়ে ইমেইল পাঠানো হচ্ছে। এটি একদিকে যেমন প্রশাসন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে দূরত্ব কমাতে সহায়ক হয়েছে, অন্যদিকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তাসহ অংশীজনদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা তৈরিতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এই হিসেবে আমরা আজ আপনাদের সামনে গত এক বছর পাঁচ মাসে আমাদের কর্মকাণ্ড ও প্রধান অর্জনসমূহ উপস্থাপন করছি, যাতে আপনারা একটি সামগ্রিক ধারণা লাভ করতে পারেন।

আমাদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো-এই কার্যক্রম যেন ধারাবাহিকভাবে চলমান থাকে এবং কোনো একক ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল না হয়। সার্বিক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা রক্ষা করাই একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মূল শক্তি। একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান যেন ব্যক্তিনির্ভর না হয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধারাবাহিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে যায়, সেই লক্ষ্যেই আমরা সবাইকে এ বিষয়ে অবহিত করছি। একই সঙ্গে, যার যার অবস্থান থেকে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

নয়া দিগন্ত




The New Nation




Education Adviser Professor Dr. Chowdhury Rafiqul Anwar speaks as chief guest at the event organised on the occasion of the National Round of 'Bangladesh Economics Olympiad-2026' at the Senate Building of Dhaka University on Saturday. ■ NN Photo

The New Age



The Bangladesh Today

## Winter Fest and Victory Concert held at DU Ruqayyah Hall

DHAKA : The Ruqayyah Hall Student Association at Dhaka University (DU) on Saturday held a Winter Festival and Victory Concert at the hall premises, reports BSS.

DU Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmad Khan attended the event as the chief guest.

Ruqayyah Hall Provost Professor Dr. Hosne Ara Begum along with residential teachers and students of the hall enjoyed the concert.

আমাদের বার্তা



# ঢাবির রোকেয়া হলে হিম উৎসব

■ আমাদের বার্তা , ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) রোকেয়া হল সংসদের উদ্যোগে হিম উৎসব ও বিজয় কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। গত শুক্রবার রোকেয়া হল প্রাঙ্গণে এ আয়োজন হয়েছে। উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।

অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও নেতৃত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এমন আয়োজন শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক চর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগম। তিনি রোকেয়া হল সংসদের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সংস্কৃতি ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয় থাকার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে রোকেয়া হলের আবাসিক শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। বিজয় কনসার্টে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় গান, নৃত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

প্রথম আলো



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক, কথাশিল্পী ও শিল্পসমালোচক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম স্মরণে দুই পর্বের ধারাবাহিক বক্তৃতা আয়োজন করে বেঙ্গল শিল্পালয়। গতকাল সমাপনী পর্বের আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা। ছবি : প্রথম আলো

# যুদ্ধের ক্ষত শিল্পকে দিয়েছে বৈশ্বিক ও দার্শনিক রূপ

**সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম স্মারক বক্তৃতা**

আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পসমালোচক অধ্যাপক আবুল মনসুর। গতকাল ছিল বক্তৃতার দ্বিতীয় তথা সমাপনী পর্ব।

**বিশেষ প্রতিনিধি**, ঢাকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর ভূরাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে শুরু করে মনস্তত্ত্ব, সৃজনশীলতা ও শিল্পকলার ধারণাগুলোতে আসে বিপুল পরিবর্তন। সামগ্রিক অর্থেই পৃথিবী আর আগের মতো ছিল না। সেই পরিবর্তনগুলো কোথায়, কীভাবে এসেছিল? বাংলাদেশের শিল্প-আন্দোলনেই-বা তার প্রভাব কতখানি, এসব নিয়েই এক মনোজ্ঞ আলোচনা হলো গতকাল শনিবার সকালে ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে।

সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক, কথাশিল্পী ও শিল্পসমালোচক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। তাঁর স্মরণেই দুই পর্বের ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করে বেঙ্গল শিল্পালয়।

আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পসমালোচক অধ্যাপক আবুল মনসুর। গতকাল ছিল বক্তৃতার দ্বিতীয় তথা সমাপনী পর্ব। 'দুই মহাযুদ্ধের অভিঘাত ও আধুনিকতার বিবর্তন: দৃশ্যকলার পরিসরে যুগান্তরের হাওয়া'-শীর্ষক এই বক্তৃতায় তিনি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭০ কালপর্ব নিয়ে আলোচনা করেন। প্রথম পর্বের বক্তৃতা হয়েছিল ২৪ জানুয়ারি। সেখানে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকাল পর্যন্ত আলোচনা করেছিলেন।

আলোচক অধ্যাপক আবুল মনসুর শুরুতেই সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন। এরপর মূল আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন যুদ্ধের ক্ষত, ব্যক্তিমানুষের সংকট এবং যান্ত্রিক নগরজীবনের প্রভাব শিল্পকে কীভাবে প্রথাগত অলংকরণ থেকে বের করে এক বৈশ্বিক ও দার্শনিক রূপ দান করেছে। সেখানে ব্যক্তিশিল্পীর আত্মপ্রকাশই প্রধান হয়ে উঠেছে।

আবুল মনসুর তাঁর আলোচনা শুরু করেছিলেন শিল্পকলার প্রথাগত গণ্ডি ভাঙার আন্দোলন হিসেবে 'দাদাবাদী' শিল্পীদের ভূমিকা উল্লেখ করে।

আলোচক আবুল মনসুর বলেন, ১৯৪৫-পরবর্তী বিশ্ব এবং আগের বিশ্বের মধ্যে কোনো মিল নেই। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ মানবজাতির ইতিহাসে এক ভয়াবহ ক্ষত তৈরি করে। যুদ্ধের এই ভয়াবহতা মানুষের আত্মিক ও বাহ্যিক জীবনে চরম সংকট তৈরি করে। এই সময়ের শিল্প-সাহিত্যের আরেকটি বড় পরিবর্তনকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন আবুল মনসুর তাঁর আলোচনায়।

পরবর্তী ধাপে অধ্যাপক আবুল মনসুর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে উপমহাদেশ ও বাংলাদেশের শিল্পকলায় এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার শেষ পর্যায়ে আসে বাংলাদেশের শিল্পচর্চার প্রসঙ্গ।

অনুষ্ঠানের সূচনায় বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক লুভা নাহিদ চৌধুরী বলেন, 'বর্তমানে সংকটময়, অতি ব্যস্ত জীবনযাত্রায় শিল্প-সাহিত্যের কী ভূমিকা, কীভাবে তা আমাদের জীবনযাপনে প্রভাব রাখতে পারে, অতীতের আলোকে তা অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখে নিতেই এ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে।' পরে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শিল্পসমালোচক মঈনুদ্দিন খালেদ ও শিল্পী ঢালী আল মামুন।